MAR. 1 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭ ৫ কলাম ... ৭ ...

যেভাবে রুখে দেয়া হল নকলবাজদের

বরিশাল শহরের বাইরের দুই কেন্দ্রের চিত্র

পুলক চ্যাটার্জি, *বরিশাল ব্যুরো*

প্রায় নিভে যাওয়া আলোটি অন্ধকারের বুক চিরে মিটমিট করে জ্বলে উঠল। ব্যাপক প্রস্তুতি আর সতর্কতায় নকলবাজরা মোটেই সুবিধা করতে পারল না। নকলবাজদের সব ধরনের প্রচেষ্টা রুখে দেয়া হল কঠোরভাবে। নকলের মহোৎসবের দুঃখজনক অভিজ্ঞতাও আর বুঝি বিশ্বাসের নাগাল পাচ্ছে না। এমন ধারণা হল গতকাল বৃহস্পতিবার প্রত্যন্ত গ্রামের এসএসসির দুটি উপকেন্দ্র ঘুরে। উপকেন্দ্র দুটি হচ্ছে বাকেরগঞ্জের কামারখালী ও কাকরধী। বরিশাল জেলা সদর থেকে কামারখালী প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে, উপজেলা সদর থেকে ২০ কিলোমিটার আর কাকরধী জেলা ও উপজেলা সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে। নৌপথই যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। গতকাল পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরপরই ঢুকলাম কাকরধী মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে। কেন্দ্রের চারপাশে জারি করা ১৪৪ ধারার কঠোর প্রয়োগ চোখে পড়ল। একজন এএসআই, ছয়জন কনস্টেবল, চৌকিদার এবং স্থানীয় কিছু শিক্ষানুরাগীর প্রচেষ্টায় কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল দুর্ভেদ্য দুর্গ। জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি আরডিসি মোঃ মিজানুর রহমান, বোর্ড প্রতিনিধি, উপজেলা প্রশাসন প্রতিনিধি পর্যায়ক্রমে সবকটি কক্ষে তল্লাশি চালিয়ে নকল উদ্ধার করলেন পরীক্ষার্থীদের দেহ থেকে। তারপরও যারাই সুযোগ খুঁজেছে নকলের, ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহিষ্কার হয়। এ কেন্দ্রে আটজন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। বোর্ড প্রতিনিধি অধ্যাপক তাইজুল ইসলাম, উপজেলা প্রশাসন প্রতিনিধি অশোক পুরকায়স্থ, কাকরধী কেন্দ্র সম্পর্কে বললেন, সার্বিক দিক বিবেচনায় পরীক্ষা নকলমুক্ত হয়েছে। আরডিসি মিজানুর রহমান বলেন, কেন্দ্রের পরিবেশ সন্তোষজনক। পরীক্ষার্থিনী লোপা মোস্তাফার মতে, নকলের চেষ্টা করেছে অনেকে, কিন্তু পারেনি। কাকরধী কেন্দ্র সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন জানান, যে কোন উপায়ে নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা হবে।

কামারখালী কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের নকলের ব্যাপক প্রস্তুতি ছিল। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মাহাবুবুর রহমান, বোর্ড প্রতিনিধি অধ্যাপক এহতেশাম-উল-হক পরপর তিনবার পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি করে তিন বস্তা নকল উদ্ধার করে পুড়িয়ে ফেলেন। নকল করার চেষ্টা এবং নকল সঙ্গে রাখার দায়ে এ কেন্দ্রে বহিষ্কৃত হয়েছে ২৮ জন। ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুর রহমান অভিযোগ করেন, কক্ষ পরিদর্শকরা নকল প্রতিরোধে তেমন সহযোগিতা করেননি। তবে কঠোরভাবে নকলবাজদের রুখে দেয়া হয়েছে। অধ্যাপক এতহেশাম-উল-হক বলেন, কেন্দ্রের পরিবেশ ভাল ছিল। নকলপ্রবণতা ছিল তবে সফল হয়নি।

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া ভগবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে সংগৃহীত বইয়ের পাতার স্তূপ —যুগান্তর

মহেশখালী কেন্দ্র ছিল নেতাদের দখলে

দেবিদ্বারে বস্তা বস্তা নকল উদ্ধার

দেবিদ্বার প্রতিনিধি

কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার প্রায় সবক'টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক হারে গণটোকাটুকি হয়েছে। বস্তা বস্তা নকল পাওয়া গেছে। রাজনৈতিক নেতাকর্মী, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও বহিরাগতদের উপস্থিতিতে ইংরেজি প্রথমপত্রের পরীক্ষা শেষ হয়েছে।

দেবিদ্বার উপজেলার গঙ্গামণ্ডল রাজ ইন্সটিটিউশন পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশের সঙ্গে বহিরাগতদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করে। ওই পরীক্ষা কেন্দ্রে বহিরাগতদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ভিজিলেন্স টিমের সদস্য কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের সেকশন অফিসার বদিউল আলম ও নাঙ্গলকোট কলেজের মাহাবুব আলম মজুমদার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বলেন, 'এই পরিবেশে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব নয়। আপনি সুপারিশ করলে আমরা এই পরীক্ষাকেন্দ্র অন্যত্র নিয়ে যাব।' উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোববার পর্যন্ত এই কেন্দ্রে পরীক্ষা নেয়ার জন্য সুপারিশ করেন।

কক্সবাজার

কক্সবাজার প্রতিনিধি **জানান**, এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার প্রথম দিনে জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে মহেশখালী কেন্দ্রে চরম বিশৃঙ্খল পরিবেশ ছিল। সকাল থেকে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও মাস্তানরা কেন্দ্রের ভেতর ভিড় জমায়। এলাকার ইউপি চেয়ারম্যান ও রাজনৈতিক নেতারা পরীক্ষা কেন্দ্র সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে তাদের সময়মতো বের করা সম্ভব না হওয়ায় পরীক্ষা শুরু হয় ১০টা ১৫ মিনিটে। কক্সবাজার থেকে সরকারি কলেজের অধ্যাপক কবির আহমদ, সিটি কলেজের অধ্যাপক সুভাষ ও উখিয়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক আজিম উদ্দীন মহেশখালী কেন্দ্রে পরিদর্শক হিসাবে দায়িত্ব পালন শেষে যুগান্তর প্রতিনিধিকে জানান, মহেশখালী কেন্দ্রে পরীক্ষার নামে প্রহসন হয়েছে। ১৫ মিনিট দেরিতে শুরু হয়েছে পরীক্ষা। কেন্দ্রের প্রায় সবাই নকল করেছে। অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও মাস্তানরা নকল সরবরাহ করেছে। তাদের প্রতিহত করার কেউ ছিল না। পুলিশ ছিল সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কেন্দ্রে আসেন বেলা দেড়টায়। ততক্ষণে পরীক্ষা শেষ। পরিদর্শকরা এই কেন্দ্র থেকে ৫৫ জনকে বহিষ্কার করেছেন। ১২টি হাই স্কুলের মধ্যে মহেশখালী দ্বীপে একটি কেন্দ্র। জেলার ৯টি কেন্দ্র থেকে বহিষ্কার হয়েছে ১৪৬ জন। জেলার মধ্যে রামু কেন্দ্র ছাড়া সব কেন্দ্রে নকল হয়েছে।

নবীনগর : এসএসসিতে উপজেলার কাইতলা হাই স্কুল কেন্দ্রে ২৪ জন, নবীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৫ জন, ছলিমগঞ্জ হাই স্কুল কেন্দ্রে ৩ জন, ফতেপুর হাই স্কুল কেন্দ্রে ২ জন পরীক্ষার্থীকে নকলের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছে। দাখিল পরীক্ষায় উপজেলার ইব্রাহিমপুর মাদ্রাসা কেন্দ্রে ১০ জন ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে নকলে সহায়তা করার অভিযোগে ৬ জন মাদ্রাসা শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে।

সখীপুর : এখানে শুরুর আগেই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিমল চন্দ্র দাসের নির্দেশে, পুলিশ এলোপাতাড়ি লাঠিপেটা করে কমপক্ষে ৫ জনকে আহত করেছে। আহতদের সবাই স্কুলপড়ুয়া ছাত্র। কেন্দ্রে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের অবাধ বিচরণ থাকলেও সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। উপজেলায় এসএসসির দুটি কেন্দ্রে ৩ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে।

নেত্রকোনা : এসএসসি পরীক্ষায় গতকাল মদন জাহাঙ্গীরপুর কেন্দ্রে ৩৫ জন, বেখৈরহাটি কেন্দ্রে ১৬ এবং আশুজিয়া কেন্দ্রে ১৪ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সদর উপজেলার মদনপুরে ২০ মিনিট পর পরীক্ষা শুরু হয়। কর্তৃপক্ষ জানায়, ৯০০ পরীক্ষার্থীর 'সিটিং' করতে বিলম্ব হওয়ায় পরীক্ষা বিলম্বে শুরু হয়। মাদ্রাসা পরীক্ষায় ২২ জন বহিষ্কার হয়েছে। জেলার পূর্বধলা জগৎমনি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে নকলের মহোৎসব ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। মদনপুর কেন্দ্রে ইমন (১৮) ও জিয়াউর রহমান (২৫) নামের ২ জন গ্রেফতার হয়েছে।

বগুড়া : শহরের বাইরের সবগুলো কেন্দ্রেই পরীক্ষার্থীরা নকল করেছে শিক্ষকদের সামনেই। কাহালুসহ অনেক কেন্দ্রে শিক্ষকরাই ম্যাজিস্ট্রেটদের উপস্থিতির কথা জানিয়ে পরীক্ষার্থীদের সতর্ক করে দিয়েছেন। বগুড়া সদরের নামুজা কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেছে, শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে আছেন, ছাত্রছাত্রীরা নকল করছে প্রকাশ্যে। জেলার ৩৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩১টি কেন্দ্র থেকে ১৮৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দাখিল পরীক্ষায় ১১টি কেন্দ্রে মোট ২৩ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

নীলফামারী : জেলার ৯টি কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষায় ৮১ জন আর দাখিল পরীক্ষায় ৫টি কেন্দ্রে ১৮ জন বহিষ্কার হয়েছে। জেলার অধিকাংশ কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া পরীক্ষা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রশ্নপত্র বাইরে এনে ফটোকপি করা এবং উত্তর সরবরাহ নিয়ে সংঘর্ষে দুইজন আহত হয়েছে।

মতলব (চাঁদপুর) : উপজেলার পাঁচটি কেন্দ্রে ৩৫ জন বহিষ্কার হয়েছে। এদিকে প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতিটি স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রবেশপত্রের নামে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে।

ভৈরব : এখানে এসএসসিতে একজন এবং দাখিলে দুজন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে।

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) : উপজেলার শহীদ স্মৃতি আদর্শ কলেজ কেন্দ্রে মোঃ খায়রুল আলম নকল করার সময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোশারফ হোসেন বাধা দিলে সে ছুরিকাঘাত করে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ছাত্রলীগের কর্মীরা তাকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে। আহত ম্যাজিস্ট্রেট মোশাররফ হোসেনকে নান্দাইল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বহিষ্কৃত ছাত্র খায়রুল আলম নান্দাইলের বীর কামটখালী জেবি হাই স্কুলের ছাত্র ও একই গ্রামের বোরহান উদ্দিনের পুত্র বলে জানা যায়। নান্দাইলে এসএসসিতে ৩০ ও দাখিলে ২০ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) : উপজেলার দুটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৯ জন বহিষ্কৃত হয়েছে। দাখিল পরীক্ষায় কালাদী মাদ্রাসা কেন্দ্রে একজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) : উপজেলায় এসএসসির দুটি কেন্দ্রে ৭ জন এবং দাখিলে ২ জন পরীক্ষার্থী ও ১ জন শিক্ষক বহিষ্কার হয়েছেন।

শেরপুর : জেলার ৪টি কেন্দ্র এবং দুটি ভেন্যু থেকে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ১০০ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া কেন্দ্রে ৪, সরকারি বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৪, জিকে বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৭, নকলা উপজেলা কেন্দ্রে ১৩, নালিতাবাড়ি কেন্দ্রে ১৩ এবং শ্রীবরদী কেন্দ্রে ৫৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

দাখিল পরীক্ষায় জেলার ৪টি কেন্দ্র থেকে প্রথম দিন ৪৬ পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার করা হয়। এর মধ্যে শেরপুর কেন্দ্রে ৪, নকলা কেন্দ্রে ২৩, নালিতাবাড়িতে ১১ এবং শ্রীবরদী থেকে ৮ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। এছাড়া কারিগরি বোর্ডের অধীনে ১২৮ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম দিন ৩ জনকে বহিষ্কার করা হয়।

টাঙ্গাইল : জেলায় এসএসসি পরীক্ষায় ১৭টি ... নেতা সাংবাদিককেও লাঞ্ছিত করার ঘটনা ঘটিয়েছেন। এ ঘটনার রিপোর্ট পত্রিকায় না ছাপানোর জন্য সাংবাদিকদের হুমকি প্রদান করা হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

লক্ষ্মীপুর : এসএসসি পরীক্ষায় জেলার ১০টি কেন্দ্র থেকে ৯৪ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং দাখিল পরীক্ষার ৫টি কেন্দ্র থেকে ২১ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

ত্রিশাল : উপজেলার এসএসসি পরীক্ষার্থী ১১ ও দাখিল পরীক্ষার্থী ১১ জন বহিষ্কৃত হয়েছে। নকল সরবরাহের দায়ে ৮ বহিরাগতকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

নরসিংদী : জেলার ১৭টি কেন্দ্র-উপকেন্দ্রে ২১৩ পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে।

... হাতেনাতে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে।

ময়মনসিংহ : ত্রিশাল উপজেলায় পরীক্ষা চলাকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তার অফিসের কাছ থেকে নকলের জন্য বই ফটোকপি করার সময় আতাহারুল ইসলামকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন এবং নজরুল কলেজ কেন্দ্রে নকল সরবরাহ করার সময় কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট গিয়াস উদ্দিন মোগল দুলাল ও হেলাল নামের দুই যুবককে আটক করেন। ফুলপুর উপজেলার কাজিয়াকান্দা মাদ্রাসাকেন্দ্রে দাখিল পরীক্ষায় নকল সরবরাহ করার সময় আবদুল মোতালের নামে একজন হাতেনাতে ধরা পড়ে। পরে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালত ১ মাসের সাজা দিয়ে জেলহাজতে প্রেরণ করে। জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে এসএসসি পরীক্ষায় ১৩৩ এবং দাখিল পরীক্ষায় ১১৭ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে।

গৌরীপুর : নকলের দায়ে উপজেলার ৯ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নকল ধরে বহিষ্কার করার কারণে একজন শিক্ষকের বাসায় হামলা ও ভাংচুর করা হয়েছে। কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, গৌরীপুর বালিকা বিদ্যালয়কেন্দ্রে নকল করার অপরাধে একজন ছাত্রকে নকল ধরে বহিষ্কার করার কারণে একজন শিক্ষকের বাসায় হামলা ও ভাংচুর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে গৌরীপুর থানায় মামলা হয়েছে।

রাজশাহী : জেলা প্রশাসনের নির্দেশে মহানগরী এলাকায় ও উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ফটোকপির দোকান ও লাইব্রেরি পরীক্ষার সময় বন্ধ ছিল। রাজশাহীর পুঠিয়া ও বানেশ্বর কেন্দ্রে নকল চলেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর নূরুল আলম প্রথমদিনে মুণ্ডুমালা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এছাড়া বোর্ডের সচিব প্রফেসর নজরুল ইসলাম মান্দা (নওগাঁ) ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মনসুর রহমান তানোর কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। রাজশাহী জেলায় বহিষ্কৃতের সংখ্যা ২৭৮ জন।

কুমিল্লা : মুরাদনগরের ডিআর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে নকল সরবরাহের দায়ে পুলিশ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। দেবিদ্বারের জাফরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে একজন বিডিআর সদস্যসহ গ্রেফতার হয়েছে ৩ জন। মুরাদনগর কেন্দ্রে মানবজমিনের প্রতিনিধি আবুল কালাম আজাদের ক্যামেরা ছিনতাই ও তাকে মারধর করেছে বহিরাগতরা। নকল সরবরাহের অভিযোগে বুড়িচং পাচোরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাকির হোসেন এবং ফেনী জেলার পরশুরামের একজন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে। দেবিদ্বারের গঙ্গামণ্ডল রাজইন্সটিটিউট, রেয়াজ উদ্দিন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, বড় শালঘর উচ্চ বিদ্যালয়, দারোরা দীনেশ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়, মুরাদনগর নূরুন নাহার উচ্চ বিদ্যালয়, চান্দিনা পাইলট হাই স্কুল কেন্দ্রে ব্যাপক গণটোকাটুকির ঘটনা ঘটেছে। এসব কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল বহিরাগতরা কেন্দ্রের ভেতরে অবাধে বিচরণ করেছে।

মুন্সীগঞ্জ : জেলার ছয়টি কেন্দ্রে ১৯ জনকে বহিষ্কার করা হয়। এছাড়া সিরাজদীখান মাদ্রাসায় নয় জন বহিষ্কার হয়েছে। ভবেরচর ওয়াজির আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক এবং রসুল কতেমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক সিরাজুল ইসলামকে বহিষ্কার করা হয়।

পিরোজপুর : কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে কাউখালীর শিক্ষিকা সাফিয়া খাতুনকে বহিষ্কার করা হয়। জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে বহিষ্কৃত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে : স্বরূপকাঠিতে ১০ জন, কাউখালীতে ৮ জন, নাজিরপুরে ৬ জন, সদরে ৩ জন এবং ভাণ্ডারিয়ায় ৬ জন।

বাগেরহাট : শহরের আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১ জন ভুয়া হল পরিদর্শককে আটক করা হয়েছে। তার নাম মাওলানা আলী আকবর। জেলার ১৮ কেন্দ্র থেকে ৪৬ পরীক্ষার্থী বহিষ্কার করা হয়েছে।

ফরিদগঞ্জ : এখানে এসএসসি পরীক্ষার্থী ৯ ও দাখিল পরীক্ষার্থী ১ জন বহিষ্কৃত হয়েছে। নিজের সন্তান ও নিকটাত্মীয় পরীক্ষার্থী থাকার কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় হল সুপারিনটেনডেন্টসহ ৩ জনকে ছাঁটাই করা হয়েছে। তারপরও পরীক্ষা চলাকালে তাদের কেন্দ্রে অবস্থান করতে দেখা গেছে।